দৈনিক

তারিখ [illegible]
পৃঃ [illegible]

দুই কর্মকর্তার কাছে জিম্মি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড

সাইয়িদ মাহমুদ পারভেজ, কুমিল্লা ●

একজন ৯ বছর ও অন্যজন ১২ বছর কর্মরত

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন দুই কর্মকর্তা দীর্ঘদিন ধরে একই স্থানে কর্মরত থেকে আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে নানা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কর্মকর্তাদ্বয় হলেন– বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ ও সচিব প্রফেসর আবদুস সালাম। কায়সার আহমেদ ৯ বছর ও আবদুস সালাম ১২ বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানে আছেন। এ দুই কর্মকর্তার কাছে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জিম্মি বলেও অভিযোগ উঠেছে।

দীর্ঘদিন ধরে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এ দুই কর্মকর্তার কারণে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নানা গ্রুপ-উপগ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের একগুঁয়েমির কারণে এবার কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড তার ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে। ব্যর্থতার দায় নিয়ে এ দুই কর্মকর্তাকে কুমিল্লা বোর্ড থেকে প্রত্যাহারে দাবি জানিয়েছেন কুমিল্লার সুশীলসমাজ ও অভিভাবকরা। তাদের প্রত্যাহারের দাবিতে নগরীতে মানববন্ধন, বিক্ষোভ ও শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ ২০০৯ সালের ১৭ মার্চ সহকারী অধ্যাপক হিসেবে উপকলেজ পরিদর্শক পদে কুমিল্লা বোর্ডে প্রেষণে যোগ দেন। ২০১০ সালের ৬ এপ্রিল সহকারী অধ্যাপক

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

দুই কর্মকর্তার কাছে জিম্মি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পদে পদোন্নতি পেয়ে কলেজে ফিরে যাওয়ার নিয়ম থাকলেও তিনি ফিরে যাননি। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে এখানেই থেকে যান। প্রফেসর মো. আবদুস সালাম কলেজ পরিদর্শক হিসেবে শিক্ষা বোর্ডে যোগ দিয়ে পরে উপরিচালক ও এরপর সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ১২ বছর ধরে এ বোর্ডে আছেন। শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম হচ্ছে– কারো পদোন্নতি হলে তাকে কলেজে গিয়ে অন্তত দুই বছর কাজ করে আবার বোর্ডে ফিরে আসতে হয়। কায়সার আহমেদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। একাধিক সূত্রমতে, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতি আর অনিয়ম ডালপালা গজিয়েছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ ও সচিব আবদুস সালামকে ঘিরে। তারা নিজেদের দল ভারী করা নিয়ে বোর্ডে গ্রুপ ও উপগ্রুপ সৃষ্টি করছেন রাজনৈতিক নেতাদের মতো। তাদের যোগসাজশে কুমিল্লা বোর্ডের অধীন অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক জায়গার অনুমোদন নিয়ে অন্য জায়গায় ক্লাস চালায়। পরীক্ষা দেয় আরেক জায়গায়, যা বিস্ময়কর ঘটনা।

এরকম একটি প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা মডেল কলেজ দেবিদ্বার। কাগজ-কলমে দেবিদ্বারে ক্যাম্পাস দেখালেও ক্লাস চলে কুমিল্লা নগরীর ঝাউতলায়। আর শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয় ১৫ কিলোমিটার দূরে বুড়িচং উপজেলার নিমসার হাজী জুনাব আলী কলেজে। রূপসীবাংলা কলেজের ক্যাম্পাস কুমিল্লা সদর দক্ষিণের নোয়াগাঁওয়ে দেখানো হলেও ক্লাস চলে কুমিল্লা নগরীর হাইজিং এস্টেটে। আর শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয় ৩০ কিলোমিটার দূরে সদর দক্ষিণ উপজেলার পিপুলিয়া কলেজে। আইডিয়াল স্কুল নগরীর কোটবাড়ীতে অবস্থিত। এ স্কুলের কোলঘেঁষেই কুমিল্লা সরকারি ল্যাবরেটরি হাইস্কুল কেন্দ্র; কিন্তু শিক্ষার্থীরা এখানে পরীক্ষা না দিয়ে ১২ কিলোমিটার দূরে নগরীর পদুয়াবাজার বিশ্বরোডে হাজী আক্রাম আলী হাইস্কুল ও কলেজে পরীক্ষা দেয়। দুর্নীতির আখড়া হিসেবে পরিচিত এবং জামায়াত পরিচালিত কুমিল্লা সিটি কলেজ নগরীর কোটবাড়ীতে অবস্থিত। এর কাছাকাছি ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজসহ কয়েকটি কলেজ থাকলেও তাদের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয় ১৫ কিলোমিটার দূরে বরুড়া উপজেলার আগানগর ডিগ্রি কলেজে।

অভিযোগে জানা যায়, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ নিজেই কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুরে ময়নামতি পাবলিক স্কুল নামে একটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। ওই স্কুলের একজন পার্টনারও তিনি। ময়নামতি পাবলিক স্কুলের জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি নেই। এ ক্ষেত্রে কায়সার আহমেদ কয়েক কিলোমিটার দূরে আকাবপুর স্কুলের নামে ওই স্কুলে শিক্ষার্থীদের অবৈধ উপায়ে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। বছরের পর বছর চলছে এভাবেই।

কায়সার আহমেদ সৈয়দপুর হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটিরও সভাপতি বলে জানা যায়। একজন চাকরিজীবী কীভাবে অন্য দুটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি থেকে ব্যাংকিংসহ সব হিসাব-নিকাশ পরিচালনা করেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তার স্বাক্ষরেই ওই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানসহ যাবতীয় খরচ পরিচালনা করা হয়।

এভাবে কুমিল্লা বোর্ডের অধীন অন্তত অর্ধশতাধিক স্কুল ও কলেজ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে শিক্ষার নামে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

একটি সূত্র জানায়, সচিব আবদুস সালাম ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদের যোগসাজশে গত ২০১৫ সালের ১২ মার্চ জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের মাধ্যমে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে বিএনপি ও জামায়াতপন্থি 'বিতর্কিত' পাঁচ ব্যক্তি পদোন্নতি পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ক্যালিওগ্রাফিস্ট মো. হুমায়ুন কবিরকে সেকশন অফিসার, উচ্চমান সহকারী মো. আবু তাহেরকে সেকশন অফিসার, আবুল কালাম আজাদকে সেকশন অফিসার থেকে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক, একেএম রেজাউল করিম ভূঁইয়াকে সেকশন অফিসার থেকে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং স্টেনো টাইপিস্ট সৈয়দ মকবুল আহমেদকে স্টেনোগ্রাফার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে কয়েক কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান এবং মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীসহ আওয়ামীপন্থি কর্মচারীদের বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে। চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ছিল মাত্র ৫৯.৩। অথচ সারা দেশে পাসের গড় হার ৮০.৩৫ ভাগ, যা কুমিল্লা বোর্ডের ইতিহাসে নিম্নমানের রেকর্ড। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল খালেক, সচিব প্রফেসর মো. আবদুস সালাম ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদের হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে এ ফল বিপর্যয় হয়েছে বলে শিক্ষক ও অভিভাবকরা দাবি করেন।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক পরীক্ষক জানান, কথিত মডেল উত্তরপত্র সরবরাহ করে পরীক্ষকদের মন্ত্রণালয়ের ভয় দেখিয়ে নির্দেশনা দিয়ে খাতা মূল্যায়ন করতে বাধ্য করায় পাসের হার সকল বোর্ডের তলানিতে স্থান পায়।

নগরীর একাধিক স্কুলের পরীক্ষক জানান, খাতা মূল্যায়নে এ বছর তাদের কঠোর থাকতে বাধ্য করা হয়, এমনকি খাতায় নম্বর প্রদানে কোনো অনুকম্পা ধরা পড়লে সম্মানী কর্তনসহ ভবিষ্যতে আর খাতা না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বোর্ড থেকে। এ ছাড়াও এসব খাতা মন্ত্রণালয়ের টিম দেখতে পারে– এমন ভয় দেখিয়ে নম্বর কমিয়ে রাখতে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সহিদুল ইসলাম ও হাবিবুর রহমান মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল খালেক বলেন, অনিয়মগুলো বের করে তার সমাধান করা হবে। যেসব কলেজ কুমিল্লা নগরীতে ক্লাস করে, অথচ পরীক্ষা দেয় বাইরে, তাদের বিরুদ্ধে শিগগির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ব্যাপারে তিনি বলেন, বিধির মধ্যে না থেকে তিনি যদি দুই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন, তাহলে সেটি খতিয়ে দেখা হবে। পরীক্ষার সময় পরীক্ষকদের চাপের মুখে রাখার বিষয়ে তিনি বলেন, এটা কারো এখতিয়ার নেই। যদি এমন অভিযোগ পাওয়া যায়, তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলতে বলেন।

অভিযোগের বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ বলেন, এমন কয়েকটি কলেজ রয়েছে, যারা অবৈধ সুযোগ নিতে নগরীতে ক্লাস করায় আর তাদের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয় দূরে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগামীতে পরীক্ষায় তাদের এ ধরনের সুযোগ দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, সব অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে নিয়মে আনা হবে। পরীক্ষকদের চাপ প্রয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। খাতা দেখা[illegible]য় ছাড় দেওয়া হয়নি, যে [illegible] তাকে তা দেওয়া হয়েছে। তিনি সরকারি চাকরি করে দুটি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি কীভাবে থাকেন, সে প্রশ্নের জবাবে বলেন, এটা নিয়মের মধ্যেই আছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা যে নিয়মে রয়েছেন, আমিও সেই নিয়মেই আছি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............................
তারিখ...............................
[illegible]
চীফ [illegible]
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
[illegible]
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর